দৈনিক ইত্তেফাক

২

তারিখ ... OCT 25 1999 ...
পৃষ্ঠা: 9 ... কলাম ...

মহিলা অঙ্গন

আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

■ সাজেদা এনায়েতুল্লাহ্ শাম্মী ■

মানুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলোকে বিকশিত, জাগরিত ও নিয়ন্ত্রিত করে জীবনের বিভিন্ন ধাপে নানা প্রয়োজনে প্রয়োগ করার শক্তি ও নৈপুণ্যদানই শিক্ষা। শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলমন্ত্র এবং মানবসম্পদ সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা অর্জন অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজী EDUCATION-শব্দের অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। যেমন Eতে EQITY অর্থাৎ সমতা, Dতে DISCIPLINE শৃঙ্খলা, Uতে UNITY অর্থাৎ একতা, C-তে CHARACTER বা চরিত্র, A-তে AIMS অর্থাৎ লক্ষ্য, Tতে TRUTHFULNESS অর্থাৎ সত্যবাদিতা, Iতে INTELLIGENCE অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা, Oতে OBEDIENCE অর্থাৎ মান্যতা, Nতে NOBILITY অর্থাৎ মহানুভবতা। যে ব্যক্তি শিক্ষার মাধ্যমে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করে নৈতিক আদর্শে বলীয়ান হতে পারেন তিনিই যথোপযুক্ত শিক্ষার অধিকারী।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার এই মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলোর কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে –এ প্রশ্ন আমাদের নিজেদের প্রতি। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা তৈরীর ক্ষেত্রেও আমাদের রয়েছে অনিশ্চয়তা। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়নের আধুনিকীকরণ করতে সক্ষম হচ্ছে। আর আমরা দেশের স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘদিন পরও গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। আগামী দু'হাজার সাল থেকে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শতাব্দী শুরু হবে এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন প্রস্তুতি নেয়া হয়নি, উদ্যোগ নেয়া হয়নি ঘূণে ধরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর।

প্রতিবছর আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে যে সমস্ত মেধাবী শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসছে তাদের শতকরা ৯৮ ভাগই চলে যাচ্ছে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। উচ্চশিক্ষা শেষে খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ হয়ে থেকে যাচ্ছে বিদেশে, খুঁজে নিচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফলে এদের শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ। শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, পরিকল্পনা ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আমাদের দেশ মেধাস্বল্পতায় ভোগে। উচ্চশিক্ষার বদৌলতে যেখানে সৃজনশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখানোর কথা সেখানে এসেছে সৃজনবিমুখ নিষ্ফলতা। যেসব শিক্ষার্থী মধ্যম ফলাফল করছে, তারাও সুবিধামত বিভিন্ন চাকরিতে নিজেদের নিয়োজিত করছে। যদিওবা কেউ শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে, সুযোগ পেলেই কিছুদিন পরে চলে যাচ্ছে অন্যত্র; শূন্য হয়ে পড়ছে ক্রমশ শিক্ষাঙ্গনের সঠিক প্রবাহ। দেশে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার অভাব, লেখাপড়ার সাথে কর্মসংস্থানের যোগসূত্রের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, নকলনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতি, গৃহশিক্ষকতানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ও শিক্ষা বিষয়ে সরকারসমূহের উদাসীনতা তথা শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণেই প্রতিবছর প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থী বিদেশে চলে যাচ্ছে। ফলে কমপক্ষে দেড় হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে আর গোটা জাতি মেধা বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। উন্নত দেশগুলো যেখানে একবিংশ শতকের কোন্ দশকে কোন্ পেশার কতজন লোক দরকার হবে জাতীয় পর্যায়ে তার পরিসংখ্যান প্রণয়ন করছে, সেখানে আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আর শিক্ষার সেশনজটের মত হাস্যকর জটিলতার যাঁতাকলে পড়ে আইটাই করছি। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক্রমে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা অত্যন্ত সনাতন। এদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বিশ্বের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তা মোটেও সঙ্গতিশীল নয়। শ্রেণীসমূহের পাঠ্যক্রমে ধারাবাহিকতা নেই, শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির খেলা চলছে। বারবার পাঠ্য বই পরিবর্তন করে জাতীয় অপচয় হচ্ছে। অথচ শিক্ষা মানের উন্নতি হচ্ছে না। সিলেবাসের অধিকাংশই বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে বা নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নে প্রভাব রাখতে পারছে না। কেবল পরীক্ষা পাসের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু বিষয় বুঝে না বুঝে শিক্ষার্থীরা হয়ত মুখস্ত করছে, নয়ত নকল করে পরীক্ষা পাসের ব্যবস্থা করছে। এতে না হচ্ছে উন্নয়ন শিক্ষার্থীর, না হচ্ছে দেশের। কর্মজীবনের সাথেও শিক্ষার কোন মিল নেই। এক বিষয়ে শিক্ষালাভ করে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হচ্ছে। পরীক্ষায় শুধু 'জীবনের লক্ষ্য' রচনা লিখানো হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে কেউ কারো লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। আর স্থির করলেও লক্ষ্য অর্জনে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ পাচ্ছে না। যেহেতু এখানে কর্মের সাথে শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য নেই, সেহেতু কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার ফলটাও কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার মজ্জা হচ্ছেন একজন শিক্ষক। দেশের আর্থ-সামাজিক অবিন্যস্ততা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক অবনমনের মুখে সম্মানিত শিক্ষকরা হারাতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের স্বকীয়তা। শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে তাদের উচ্চ বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি সম্মান দেয়া হয়, দেয়া হয় উচ্চ বেতন-ভাতা। যতদিন আমাদের শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো না যাবে, ততদিন সফল উচ্চশিক্ষাও আশা করা যাবে না। ভাল কারিগর ছাড়া যেমন ভাল পণ্য হয় না তেমনি ভাল কারিগর পেতে হলে অর্থাৎ মেধাবী, কর্তব্যনিষ্ঠ গবেষকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হলে উচ্চ বেতন ও সম্মান দিতে হবে। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে আধুনিক নীতি ও পদ্ধতির তুলনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রও আমাদের নিতান্তই সীমিত। বর্তমান পরিবর্তনশীল শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়ন ও উদ্ভাবন কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন; প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের নতুন নতুন মডেল প্রণয়ন। শিক্ষা প্রশাসনে কর্মরত প্রত্যেক কর্মকর্তার সরকারী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব ও কার্যাবলীর জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী। কারণ, শিক্ষার্থীকে তার স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলতে এবং জীবনে সফলকাম হতে সহযোগিতা করতে শিক্ষা পরিকল্পনা, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের ভূমিকা অপরিসীম।

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের দিকে তাকালে দেখি, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বিঘ্নে ক্লাস হচ্ছে। ভারত ও জাপানে আমাদের চেয়ে বেশি সরকার পরিবর্তন হচ্ছে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে; কিন্তু এসবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে না।

কলুষিত হচ্ছে না পবিত্র শিক্ষাঙ্গন। গোটা বিশ্ব যখন জ্ঞান সাধনায় ও প্রযুক্তির অনুশীলনে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা তখন ছাত্র রাজনীতির নামে হল দখল, সীট দখল, টেন্ডার ও চাঁদাবাজির রাজনীতিতে জড়িয়ে দিনের পর দিন হানাহানি ও হত্যার পাঁকচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছি। সময়মত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ব্যর্থতার কারণে আমাদের শিক্ষার্থীরা শিকার হচ্ছে 'সেশনজটের' যা পৃথিবীর অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে বিরল। দীর্ঘকালীন অনিশ্চিত স্টাডি টার্মের ভারবহনে ন্যুব্জ হয়ে পড়া অভিভাবককে রেহাই দিতে গিয়ে 'সেশনজটে' আটকে পড়া শিক্ষার্থীরা লিপ্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও অসামাজিক কার্যকলাপে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও ফুটে ওঠে করুণ অবক্ষয়ের চিত্র। তাই একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে সে অনুযায়ী নিয়মিত ক্লাস ও যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেশনজটের মারাত্মক জটিলতা থেকে শিক্ষার্থী সমাজকে রেহাই দিতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের মধ্যে বিস্তর সময় ক্ষেপণের ফলে শিক্ষার্থীরা এসময় যেমন নিজের মেধাশক্তির অপচয় করে তেমনি পড়ালেখার ধারাবাহিকতাও বিনষ্ট হয়।

আমাদের দেশে গবেষণার মূল্যও কম। গবেষণার জন্য যে সময় ও শ্রম ব্যয় হয়, সে তুলনায় অতি সামান্য আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সুযোগ প্রদান করা হয়। অর্থাভাবে আমাদের বেশিরভাগ গবেষণা শেষ হয়ে ওঠে না আর শেষ হলেও গবেষকদের উপযুক্ত সম্মান ও আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি প্রদান করা হয় না। আর এ কারণেই উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গিয়ে আমাদের শিক্ষক ও গবেষকরা দেশে ফিরে আসতে অনেক সময় অনীহা প্রকাশ করেন। অথচ উন্নত দেশসমূহে গবেষণার বিনিময়ে রয়েছে বিশাল সম্মান, যশ ও আর্থিক সহায়তা। কাজেই বিষয়টি গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৯৯৭ সালে দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৯৯ জন শিক্ষক অনুপস্থিত– যা মোট শিক্ষকের শতকরা ২০ ভাগ, এতে আমাদের শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে উচ্চশিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই গবেষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে গবেষণাকে লোভনীয় করে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীসমূহ আধুনিক বই ও জার্নালে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে সেদিকে আকৃষ্ট করার কৌশল খুঁজে বের করতে হবে। উচ্চশিক্ষা খাতে জাতীয় ব্যয় আরো বৃদ্ধি করে প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে বা ভবিষ্যতে জাতীয় বিনিয়োগ হিসাবে কাজ করবে। একবিংশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শতাব্দীর বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলপ্রসূ ও কার্যকর শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা অতি জরুরী। এক বিশ্বের লড়াইয়ে যোগ্যতার আসন পেতে হলে আর সময় নষ্ট করা হবে আত্মঘাতীস্বরূপ। ❑